দৈনিক ইনকিলাব

৩৪

12 JUL 1989
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান প্রসঙ্গ

যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে যে শিক্ষা আদর্শ চরিত্রবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সহয়তা করেছে সে শিক্ষা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করে অবতৈনিক শিক্ষা হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে এর সংস্কার সাধন করা হয়েছে। একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী একাধারে কোরআন, হাদীস, উছূল, ফেকাহ, বালাগাত, মানতেক, নাহু, ছরফ, বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই সংস্কারের নিমিত্তে বিগত ১৯৮৫ সালে মাদ্রাসার দাখিল শ্রেণীকে পূর্বের স্কুলের ৮ম শ্রেণী থেকে এসএসসি সমমানে উন্নীত করা হয় এবং আলিমকে এসএসসি থেকে এইচএসসি সমমানে উন্নীত করা হয়।
ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষা পূর্বের থেকে কিছুটা যুগোপযোগী শিক্ষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সুযোগ পায়। কিন্তু ফাজিল গ্রাজুয়েট এবং কামিল পোস্ট গ্রাজুয়েট সমমান করা হলেও তা আজও অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কেননা, সাধারণতঃ বাংলাদেশে বোর্ডের অধীনে কোন গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী প্রদান করার প্রচলন নেই হেতু উভয় ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রান করা হয়। কিন্তু ফাজিল, কামিলের ব্যাপারে এফিলিয়েশন বা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্তি নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্বলিত সিলেবাসের ক্যারিকুলাম নেই। ফলে, কোন কলেজে বা যেথায় গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রীর প্রয়োজন সে সব স্থানে কোন ছাত্র ফাজিল, কামিল পাস করার পর উভয়দিকে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও স্থান পাচ্ছে না।
যার দরুন এটি একটি অসম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যদি সমমান দেয়া হয় তাহলে এটি আজ একটি অসম্পূর্ণ শিক্ষা কেন?
এই শিক্ষা বারবার কুচক্র মহল কর্তৃক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। ফলে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এখন বিপর্যস্ত। অতএব, যে সমমান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে বৈষয়িক সমমান মাত্র। এর সামগ্রিক মূল্যায়ন নেই। অতএব, আমরা কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন রাখবো, যে শিক্ষা ধর্মীয় সামাজিক অধিকার সম্পর্কে মুসলমানকে সচেতন করে তুলতে সহায়ক হবে সে শিক্ষার প্রচলন করতে হবে এবং এই শিক্ষার বৈষয়িক মান নয়; বরং, সামগ্রিক মূল্যায়ন ঘটাতে হবে।

— এ, এফ, এম, মুহিউদ্দিন।